R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

সকলকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

+ মাদ্রাসী ডাক্তারখানা +

মাদ্রাজের ডাঃ এস, এন, রাও

(B. A. M. S.)

আয়ুর্বেদীক (অর্শ স্পেশালিষ্ট)

আইলের উপর (ফুলতলা মোড়)

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

অর্শ, নালি ঘা, ভগন্দরের গ্যারান্টিসহ চিকিৎসা বিনা অপারেশনে করে থাকি। পাঁচদিনের মধ্যে গ্যাঁজ বাহির করি ও নির্মূল করি। পরীক্ষা প্রার্থনীয় রোগী দেখবার সময় : সকাল ৮টা থেকে ১২টা, বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা

৭৪শ বর্ষ. ৪৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৯ই চৈত্র বুধবার, ১৩৯৪ সাল। ২৩শে মার্চ, ১৯৮৮ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

উমরপুরে এ্যালুমিনিয়াম কারখানা হচ্ছে !

রঘুনাথগঞ্জ : শহরের উপকণ্ঠে উমরপুরে জাতীয় সড়কের পাশে কোন এক অবাঙালী প্রতিষ্ঠান 'বিহারী জী মেটাল ওয়ার্কস্' নামে একটি বড় আকারের এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা খুলছেন। কারখানার প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল কোথা থেকে আসতে পারে এ নিয়ে জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। কেননা যোগাযোগের দিক দিয়ে এ অঞ্চলকে সুবিধাজনক বলে কোন ব্যবসাদারই মনে করেন না। তার উপর এখানে শ্রমিক পাওয়াও দুষ্কর। এ অঞ্চল প্রধানত কৃষি প্রধান ও বিড়ি শিল্প নির্ভর। খেটে খাওয়া মানুষের বড় অংশ বিড়ি তৈরীর কাজেই ভাল রোজগার করেন। সেক্ষেত্রে বহিরাগত ঐ কোম্পানীকে শ্রমিক নিয়োগ করতে হলে পারিশ্রমিক দিতে হবে অনেক বেশী। এতসব অসুবিধা থাকতেও কোম্পানীটি এই অঞ্চলে এ্যালুমিনিয়াম কারখানা খুলছেন কোন সাহসে ও কিসের উপর নির্ভর করে সে সম্বন্ধে অনেকের মনেই সন্দেহ জাগছে। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে নিকটবর্তী রামপুরহাটেও নাকি এই ধরনের একটি কারখানা খোলার পর পরই ব্যাপকহারে বিদ্যুৎ ওয়েলের তার চুরির হিড়িকে জনমনে বিভীষিকা সৃষ্টি করে। এখানেও সম্প্রতি জরুর ও বাড়ালা অঞ্চলে তার চুরির ঘটনা বেড়ে চলেছে। সাধারণের সন্দেহ দুষ্কৃতকারীদের ঐসব চোরাই তার পাচার বা বিক্রি করার জন্য গুরুদায়িত্ব নিয়ে দূরে যাবার দরকার হবে না। এখানকার কেউ কেউ বলছেন— অচেনা এক এ্যামবাসাডার গাড়ী নাকি শহরে ঘনঘন যাতায়াত করছে। তাতে জনৈক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে শহর ও শহরতলীর বেশ কিছু পরিচিত অন্ধকারের মানুষকেও দেখা যাচ্ছে। নাগরিক-দের সন্দেহ— এ্যালুমিনিয়াম কারখানার সাথে এদের যোগ যোগ চলছে। সম্প্রতিক বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে রহস্যজনকভাবে রঘুনাথগঞ্জ ১৩২ কেভি লাইনের ১৫টি টাওয়ার ভেঙে পড়ার সঙ্গে এর কাকতালীয় সম্বন্ধ নিয়ে শহরে গুঞ্জন জোরদার। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সমস্ত ব্যাপারটির যথোচিত তদন্ত করা প্রয়োজন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী সি পি এম অত্যাচার চালাচ্ছে—কং

ফরাক্কা : পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফরাক্কা ব্লকে কংগ্রেস (ই) শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। কংগ্রেস (ই) নেতাদের অভিযোগ, জয়ের উল্লাসে উন্মত্ত সি পি এম সমর্থকরা কংগ্রেস সমর্থক-দের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। ব্লকের গ্রামে গ্রামে সি পি এমের সন্ত্রাসে কংগ্রেস সমর্থিত নিরীহ গ্রামবাসীরা গ্রামে বাস করতেও সাহস পাচ্ছেন না। কোন রকমে যে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে দু'একজন কং প্রার্থী জয়ী হয়েছেন, সেখানে সি পি এমের জঙ্গী ক্যাডাররা কংগ্রেস প্রার্থীদের পঞ্চায়েত গড়তে উল্টপাল্টা করলে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলবে বলে শাসাচ্ছে। যাঁরা হেরেছেন তাঁদেরকে সব রকমে নাজেহাল করা হচ্ছে। অর্জ্জুনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কয়েকজন চাল বিক্রেতা কংগ্রেসী টিকিটে জিতেছে। সি পি এমের সমর্থকরা তাদের শাসানি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে বাজারে চাল আটা তারা যেন আর বিক্রি করতে না আসে, যদি আসে তবে আর ফিরে যেতে হবে না। বেনিয়াগ্রামে নির্বাচনী ফলাফল ১২—১২ অর্থাৎ ক্ষমতা সমান সমান। সেখানেও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কংগ্রেস সমর্থকরা যাতে সি পি এমকে পঞ্চায়েত দখলে সাহায্য করে তার চেষ্টা করা হচ্ছে। গুণ্ডা (শেষ পৃষ্ঠায়)

সভাপতি পদে সি পি এমের দুই প্রার্থীর নাম উঠছে

জঙ্গিপুর : বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্টের সি পি এম দলের ব্যাপক সাফল্যে দলীয় কর্মীরা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের সভাপতি পদের জন্য দু'জন প্রার্থীকে দু'পক্ষ মনোনয়নের জন্য সুপারিশ করছেন স্থানীয় হাইকমাণ্ডের কাছে। উল্লেখ্য, বাম-ফ্রন্ট এবার পঞ্চায়েত সমিতিতে বোর্ড তৈরী করবে। সভাপতি পদের প্রার্থী হিসেবে একদল কর্মী মানস পাণ্ডেকে চাইছেন। অন্য-দিকে অজিত চৌবেরও নাম সুপারিশ করছেন অন্যদল। দুই প্রার্থীই যোগ্য উপযুক্ত এবং দলীয় কর্মীদের যথেষ্ট বিশ্বাসভাজন। সি পি এমের নেতৃত্বে দু'জনেই যোগ্য বলে বিবেচিত। স্থানীয় সি পি এমের শীর্ষ স্থানীয় নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এ বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ।

মশায় পুরবাসীরা অতিষ্ঠ এনকেফেলাইটিসে মৃত্যু ১

ধুলিয়ান : অন্যান্য পুরসভার সাথে এই পুর শহরেও মশার উপদ্রবের ব্যাপকতা দেখা দিয়েছে। অবশ্য ধুলিয়ান পুর কর্তৃপক্ষ যে হাত গুটিয়ে বসে আছেন তা নয়। তাঁরা স্বাস্থ্য দপ্তরের সহায়তায় ১৪-১৫ জন কর্মী দিয়ে ঘরে ঘরে ডি ডি টি স্প্রে করাচ্ছেন। কিন্তু ফল কিছু হচ্ছে না। স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা— ডি ডি টি স্প্রে করলে আগে যে ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যেতো এখন তা পাওয়া যায় না। তার উপর খোদ পুর অফিসের পাশে ১১নং ওয়ার্ডেই বহাল তবিয়তে শোভা পাচ্ছে শুয়োরের খোঁয়ার। যা থেকে মশার উৎপত্তি বাড়ছে বলে ভুক্তভোগীরা মনে করেন। মশার কামড়ে এনকেফেলাইটিস হয় বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। ধারণার সত্যতা প্রমাণ করে ১৩নং ওয়ার্ডের (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা

চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই চৈত্র বুধবার ১৩৯৪ সাল

বনধের আলোকে

কিছু বন্ধ থাকিলে আলোকরশ্মি আসিবার উপায় থাকে না। এক অস্বচ্ছ বস্তুর উপর আলোক পড়িলে ওই বস্তুর ভিতর দিয়া আলোক যাইতে পারে না এবং তাহার ফলে সেই অস্বচ্ছ বস্তুটির উপর আলোকপাতের বিপরীত দিক হইতে দেখিলে আলোকের উৎসটি দৃষ্টিপথে পড়ে না।

গত ১৫ই মার্চ বামপন্থী দলগুলির আহ্বানে একদিনের 'ভারত বনধ' পালিত হইয়াছে। কেন বনধ, কী তাহার ফলশ্রুতি ইত্যাদি জানিবার বা বুঝিবার প্রয়োজন আজকাল করে না। বনধ ডাকা হইয়াছে, অতএব তাহা মানিতে হইবে হুজুগকেন্দ্রিক এই বনধ, তাহাই বা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইবে কী প্রকারে। হুজুগ ইত্যাদির কথা ছাড়িয়া দিয়াও বলা যায় যে, এই বনধ এখনকার দিনে ভীতিকেন্দ্রিক, ডাকে সাড়া না দিলে অনিবার্য বিপদ; এমন কি প্রাণসংশয়ের প্রশ্নও থাকিতে পারে। সুতরাং নৈতিক সমর্থন থাকুক বা না থাকুক, ভৌতিক কারণে তাহাতে সায় দিতে হয় বৈকি।

উল্লেখিত বনধ পর্ব এই মহকুমা শহরেও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সকাল হইতে দোকান-পত্র খোলে নাই। বনধ সমর্থনে কয়েকটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে। মাছ-তরকারির বাজার বন্ধ ছিল। স্কুল-কলেজ-অফিসে কেহ যান নাই। খবরে প্রকাশ, প্রধান ডাকঘরে কিছু কর্মী সকালেই যান। বনধ সমর্থকরা অনুরোধ করিয়াও কিছু ফল পান নাই। ট্রেন চলাচল করে নাই। ফরক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজকর্ম ঠিকমত চলে। টাউনশিপে দোকানপত্র ও স্কুল খোলা ছিল।

ভারত বনধ এর প্রধান লক্ষ্য ছিল—ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর পদত্যাগ। বনধের ডাক দেওয়া হইল, বনধ পালিত হইল। রাজীব গান্ধী পদত্যাগ করিলেন না। বনধ হইলেই ঈপ্সীত ফল মিলিবে—এইরূপ আশা করাও মূর্খের স্বর্গে বাস করা একই কথা। বরং বনধের ফলে দেশের যে সার্বিক ক্ষতি তাহার কথা ভাবিবার মত দেশপ্রাণতা আজ নাই। এই ক্ষতি চূড়ান্তভাবে অর্থ-নৈতিক। তবে একদিনের বনধ দেশের বাহিরে ঢক্কানিনাদে সহায়ক হয় এইত লাভ।

আজ দার্জিলিঙ, কার্শিয়াং, কালিম্পঙ অঞ্চলগুলির অবস্থা যে কী, তাহা বুঝাইতে হইবে না। দফায় দফায় বনধ, এখন চল্লিশ দিনের দার্জিলিঙ বনধ এবং আরও দশ দিন হয়ত প্রত্যাশিত, জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন—ইহার পক্ষে সারাভারতের না হোক, পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগ কতটুকু? কেবল নানা বৈঠকের গড়িমসি ও তরজা লড়াই চলিতেছে, নানাপক্ষের নানা কথা প্রকাশিত হইতেছে: আর সমগ্র উত্তরবঙ্গের মানুষদের চরম দুঃখ দুর্দশা বাড়িতেছে। আশু প্রতিকারের কোন পথই দেখা যায় না। বনধ কী আলোকপাত করিবে?

সংবাদের শিরোনামে মির্জাপুর

(তার মানুষ গড়ার সাধনা)

বরুণ রায়

জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রাম মির্জাপুর। মুর্শিদাবাদ জেলার বহু হাজার গ্রামের একটি। বাইরের লোকের কাছে গ্রামের নামটি চেনা চেনা মনে হয় মির্জাপুরী সিল্কের দৌলতে। মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্পের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র এই মির্জাপুর গ্রাম।

প্রাচীন সেই মির্জাপুরের পুরোনো কাসুন্দি আজ ঘাটতে বসি ন। নিজের কৃতিত্বে মির্জাপুরের যুবসমাজ সারা জেলায় তথা পশ্চিমবঙ্গে তার বিজয়পতাকা ঊর্দ্ধে তুলে ধরেছে। সারা ভারতের আসরে আপন রাজ্যের কৃতিত্বের মালা বুনে চলেছে। সংবাদের শিরোনামে মির্জাপুর।

একটা বয়সে সব বাঙ্গালীর ছেলেই ক্লাব তৈরী করে, কবিতা লেখে, রাজনীতি করে। ১৯৬৮ সালের ১৫ই মে অনুপ ঘোষাল, সন্তোষ সরকার, সুভাষ সরকার, সন্তোষ সাহা, দিলীপ সাহা, করুণাময় দাস, লক্ষ্মণচন্দ্র দাস, প্রকাশ-কুমার জৈন প্রমুখ মির্জাপুরের ১৪ জন তরুণ যখন পঙ্কজ দাসের বাগানবাড়ীতে 'নব ভারত স্পোর্টিং ক্লাব' নামে ক্লাব খুলে বসল তখন তাকে আরও পাঁচটা ক্লাব থেকে আলাদা কিছু বলে কেউ ভাবেনি।

কিন্তু লোক চক্ষুর অগোচরে একলব্যের মত নীরব সাধনা করে এই ক্লাবের সদস্যরা যখন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার আসরে হাজির হল তখন সমস্ত উপস্থিত দর্শককেই একবার চোখ রগড়ে তাকিয়ে দেখতে হল। কোন বিচ্ছিন্ন বা হঠাৎ পাওয়া পুরস্কার নয়। নিরবচ্ছিন্ন জয়রথের ঘর্ঘর।

১৯৭৩ সালে ঝর্ণা দাস জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন। পর বছর থেকে ঝর্ণা Athelatics এ আসেন। ১৯৭৪-৭৫ এ Shot Put ও Discus এ সারা ভারত জাতীয় গ্রামীণ প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। Shot Put এ স্বর্ণপদক পান। সারা ভারত স্কুল গেমসে ব্যক্তিগত চাম্পিয়ন হন। Shot Put ও Discus এ স্বর্ণপদক পান।

প্রণতি সাহা ১৯৭৪-৭৫ এ সারা ভারত গ্রামীণ প্রতিযোগিতায় High Jump এ স্বর্ণপদক পান। প্রণতি জাতীয় Physical Fitness Programme এ চারবার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সুষমা শর্মা ১৯৭৪-৭৫ সালে সারা ভারত গ্রামীণ প্রতিযোগিতায় High Jump এ দ্বিতীয় স্থান পান। সুষমা চারবার জাতীয় Physical Fitness Programme এ প্রতিনিধিত্ব করেন এবং জাতীয় পুরস্কার পান। বিমল সাহা ১৯৭৩-৭৪ সালে সারা ভারত গ্রামীণ প্রতিযোগিতায় ৮০০ মিটার দৌড়ে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন। বনানী দাস ১৯৮০ সালে সারা ভারত স্কুল প্রতিযোগিতায় Discus throw-তে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন। বিপদ দাসও এই প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৭৭ সালে রেখা সেন সর্বভারতীয় গ্রামীণ জিমন্যাষ্টিক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পান। ১৯৭৮ সালে এই প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পান দিপালী সাহা। কৃষ্ণ গাম্ভীরা এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান লাভ করে ব্রঞ্জ পদক পান। ১৮ বৎসর বয়স্ক বিশ্বজিৎ মুখার্জী জাতীয় Physical Fitness Programme এ বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন। অলিউল ইসলামও এই প্রোগ্রামে তিনবার বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং একবার জাতীয় পুরস্কার পান। তরুণ ঘোষ এই প্রোগ্রামে দুবার বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং একবার জাতীয় পুরস্কার পান। রীতা দাস ১৯৮৩-৮৪ সালে সারা ভারত গ্রামীণ প্রতিযোগিতায় Shot Put এ তৃতীয় স্থান পান

এতো গেল সর্বভারতীয় আসর। রাজ্য-স্তরে বা জেলা স্তরে এই ক্লাবের পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা দিতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে।

একটি ছোট্ট গ্রামের অখ্যাত এক ক্লাবের সদস্যরা কোন মন্ত্রে জাতীয় স্তরে এভাবে উঠে এসেছে এবং তাদের ধারাবাহিক জয় অব্যাহত রেখেছে, কোথায় লুকানো আছে সেই সোনার কাঠি যার স্পর্শে দেশজোড়া আজকের এই হতাশা ও নিরুত্তমের মধ্যে মির্জাপুরের নব-ভারতের এই তরুণতরুণীরা খাঁটি সোনার রূপান্তরিত হয়েছে তা জানার জন্য ছুটে গিয়েছিলাম মির্জাপুর গ্রামে।

প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করেছি জিম-ন্যাষ্টিকের প্রধান পরিচালক করুণাময় দাসকে অন্যতম তারকা ঝর্ণা দাসকে। পত্রপত্রিকা ও স্মারকগ্রন্থ হাতড়ে খুঁজেছি তথ্যকণা। খেলাধূলা ও জিমন্যাসিয়ামে ব্যস্ত সদস্য-সদস্যাদের খুঁটিয়ে দেখেছি। চোখ মেলে দেখেছি শিক্ষা ও সমাজ

(শেষ পৃষ্ঠায়)

NTPC
নেশনল থর্মল পাবর কারপোরেশন

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN ; 742236 : DIST : MURSHIDABAD (W. B.)

N. I. T. FS : 42 : CS : 652/T-16/88

NOTICE INVITING TENDER FOR RUNNING AND MAINTENANCE (INCLUDING CATERING FOR TRANSIT CAMP HAVING 17 (SEVENTEEN) DOUBLE BEDDED ROOMS AND GUEST HOUSE HAVING 2 (TWO) SUITS AND 4 (FOUR) DOUBLE BEDDED ROOMS AT FARAKKA AND ONLY RUNNING & MAINTENANCE OF FIELD HOSTEL TRANSIT CAMP ANNEXE HAVING 19 (NINETEEN) DOUBLE BEDDED ROOMS AT FARAKKA.

Sealed tenders are invited from experienced parties for the above works: The estimated cost of the whole work is 3 (three) Lakh (approx). Scope of work includes running and maintenance covering house keeping, cleanliness, rooms services, laundry services, regular cleaning and up-keep of all items. The catering services will include provision of lunch, dinner, breakfast, snacks, hot & cold drinks for the occupants etc. Necessary utensils, crockery, furniture etc. will be provided by NTPC free of cost.

Interested parties having in-line experience in large industrial organisations/factories/ Govt. organisation/Public sector undertakings and having sound financial resources may apply for issue of tender documents.

Tenderers will be required to deposit Earnest Money Rs. 6,000/- (Rupees six thousand) only in any of the acceptable forms of NTPC as indicated in the tender documents. NTPC reserves the right to split up the work amongst more than one parties and also to accept or reject any or all tenders without assigning any reason thereof.

The tender documents can be had in person on showing the proof of experience and other credentials including latest Income Tax & Sales Tax Clearance certificate on payment of Rs. 50/- (Rupees fifty) in cash/I. P. O. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Repees twenty) extra by I. P. O. in favour of N. T. P. C. Ltd., payable at Post Office, Khejuriaghat or Demand Draft in favour of NTPC Ltd., payable on State Bank of India, Farakka alongwith proof of credentials/experience & tax clearance certificates. The tender documents will be on sale from 8-3-88 to 18-4-88 during working hours. Tenders will be received at Farakka upto 2-00 p.m. on 19-4-88 and will be opened immediately thereafter in presence of the attending bidders/their authorised representatives.

Sd/-

Senior Engineer (Contracts)

F.S.T.P.P./N.T.P.C.

ঘোষণার পর পুনর্গণনা পরাজিত কং ৩ ভোটে জয়ী

সাগরদীঘি, ২০ মার্চ : বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির অধীন ১৩৪টী বুথে নির্বিঘ্নে ভোট পর্ব শেষ হয়। শুধুমাত্র বিঘ্ন ঘটে মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন ডিহিপাড়া বুথে। প্রিজাইডিং অফিসার গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির ভোট গণনা শেষ করে থাম সিল করার পর জেলা পরিষদের গণনা করতে থাকেন। এমতাবস্থায় সেখানে থানার ওসি সহ উপস্থিত হয় স্থানীয় ব্লকের বিডিও তথা রিটানিং অফিসার। তিনি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রিজাইডিং অফিসারকে পঞ্চায়েত সমিতির ভোটপত্র পুনঃ গণনা করার জন্য বলেন। পুনঃ গণনায় সি পি আই (এম) প্রার্থী ইউনুস সেখের ৪টি ভোটপত্র বাতিল হয়। প্রথম গণনায় তিনি তাঁর নিকটতম প্রাত-দ্বন্দ্বী কংগ্রেস (আই) প্রার্থী থেকে ১৪০ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। পুনঃ গণনায় তিনি এগিয়ে থাকলেন ১৩৬টি ভোটে। পরবর্ত্তীকালে তাঁর নিবাচন ক্ষেত্রের সমস্ত ভোট যোগ করে দেখা যায় তিনি মাত্র ৩ ভোটে কংগ্রেস (আই) প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে পুনঃ গণনা না করা হলে তিনিই ১ ভোটে জয়ী হতেন। এক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষোভ এসে পড়ে স্থানীয় বিডিও-র উপর। তাঁর নির্দেশেই নাকি নিয়ম বিধি লঙ্ঘন করে থামের সীল ভেঙে পুনঃ গণনা করা হয়। এই পার-প্রেক্ষিতে গত ৭ ও ১০ মার্চ সি পি আই এমের পক্ষ থেকে বিরাট মিছিল বিডিও অফিস ঘেরাও করে এবং বিডিওর এই পক্ষপাতমূলক কাজের জন্য শাস্তি ও পদত্যাগের দাবি তোলে। এ ব্যাপারে পরবর্ত্তীতে আরও বড়রকম আন্দোলনের কথাও মিছিল থেকে ঘোষণা করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতি বেশ থমথমে।

অত্যাচার চালাচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাহিনী পাঠিয়ে প্রতি সদস্যের বাড়িতে বাড়িতে প্রাণনাশের হুমকী দেওয়া হচ্ছে বলে কংগ্রেসের জনৈক প্রভাব-শালী নেতা অভিযোগ করেন। বাড়ির মেয়েদের প্রতিও অশালীন উক্তি করে ভয় দেখানো হচ্ছে। বেনিয়াগ্রামে একজন পরাজিত সি পি এম প্রার্থীর লোকজন জয়ী কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়ি আক্রমণ করে কয়েকজনকে মারাত্মক-ভাবে জখম করে বলে খবর। থানায় জানিয়েও কোন ফল হচ্ছে না। অসহায় কংগ্রেস প্রার্থীরা নেতাদের কাছে পদত্যাগ করার ইচ্ছা জানিয়েছেন।

শিরোনামে মির্জাপুর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেবামূলক ক্লাবের বহুবিস্তৃত কর্মধারা। রাজনৈতিক নেতারা যখন বড় বড় বুলির আড়ালে নিজেদের আখেড় গোছাতে ব্যস্ত তখন গ্রাম বাংলার একটি অখ্যাত ক্লাবের সদস্যরা কিভাবে মানুষ গড়ার অক্লান্ত সাধনা করে চলেছে তা দু'চোখ ভরে দেখেছি। আগামীবারে সেকথা আপনাদের শোনাব। (ক্রমশঃ)

পুরবাসীরা অতিষ্ঠ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জনৈক শিক্ষক রাইসুদ্দিন বিশ্বাস (৩০) গত ১৮ মার্চ মারা গেলেন। অসুস্থ রাইসুদ্দিনকে অরূপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে এনকেফেলাইটিস ধরা পড়ে। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি মারা যান। জঙ্গিপুর পুর শহরেও মশার উপদ্রব চরম আকারে দেখা দিয়েছে। নাগরিকদের অভিজ্ঞতা বলে পথের ধারে যেসব পুরানো বৃহৎ আকারের নর্দমাগুলি রয়েছে সেগুলিই হলো মশা উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল। এগুলি কত বছর যে সংস্কার করা হয়নি তা হিসেব করে বলা মুস্কিল। তার উপর পথঘাটে খানাখন্দ বেড়েছে। অল্প বৃষ্টিতেও জল জমে মশার ডিম ফুটাতে সাহায্য করছে। ম্যাকেঞ্জি পার্ক, ফুলতলায় গঙ্গার জলনিকাশী খালগুলি জবর দখল করে স্থায়ী অস্থায়ী ঘরবাড়ি গড়ে ওঠায় নিকাশের রাস্তা বন্ধ হয়ে জমে উঠা জল পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, মশারও বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে এখানেও এনকেফেলাইটিসের আক্রমণ দেখা দিতে পারে বলে পুরবাসীরা আশঙ্কা করছেন।

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় পাঁচ কাঠার মধ্যে দোতলা বাড়ী ও পিছনে ২ কাঠা জায়গা সমেত (রাস্তার উপরে) বাড়ী বিক্রয়। সত্বর যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের স্থান— রাজ মেডিক্যাল (ফুলতলা) শ্রীসাগর চ্যাটার্জী, ফাঁসিতলা রঘুনাথগঞ্জ।

এন টি পি সিতে কর্মরত যেসব শ্রমিক কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন, তাঁদেরকেও ঠিকাদারদের উপর চাপ সৃষ্টি করে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমন অভিযোগও পাওয়া যায় যে জোর করে কংগ্রেস সমর্থক শ্রমিকদের গেটপাশ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য এন টি পি সি কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানালে তাঁরা গেটপাশ রি-ইস্যু করে দেন। কিন্তু দোষী ব্যক্তির শাস্তি বিধানের কোন ব্যবস্থা হয়নি।

পরিদর্শকরাই পরীক্ষা কেন্দ্রে দুর্নীতি করছেন

ধুলিয়ান : কাঞ্চনতলা প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্র সম্বন্ধে বহু অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রকাশ, ঐ কেন্দ্রে বেশকিছু শিক্ষক বেআইনীভাবে পরিদর্শক নিযুক্ত হন। কেন্দ্রে তাঁদের অনেকেরই আত্মীয় আত্মীয়া পরীক্ষা দিচ্ছে। এইসব পরি-দর্শকরা নাকি খুশিমত এক ঘর থেকে আর এক ঘরে ঢুকে সেইসব পরীক্ষার্থীদের উত্তর লিখতে সাহায্য করেন। এমন কি বাইরে থেকে উত্তর লিখিয়ে এনে সেগুলি তাদের হাতে তুলেও দেন বলে অভিযোগ। কিছু অভিভাবক ঐসব পরিদর্শকের অসদাচরণের তীব্র নিন্দা করেন।

কিছু পুরকর্মীর বিরুদ্ধে তেল চুরির অভিযোগ

ধুলিয়ান : সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ বিভ্রাটে স্থানীয় পুরসভা ওয়াটার পাম্প চালু রাখতে জেনারেটরের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কিছু পুর-কর্মী জেনারেটরের জন্য কেনা ডিজেল গোপনে বিক্রি করছেন বলে জানা যায়। গত ৫ মার্চ রাত্রে এক হোটেল থেকে বেশ কিছু ডিজেল বিক্রির সংবাদ পাওয়া যায়। জানা যায় ঐ ডিজেল কোন পুরকর্মী চুরি করে ঐ হোটেলে লুকিয়ে রাখে। পুর-সভার কমিশনার প্রকাশ সিংহ বোর্ড মিটিং-এ ডিজেল চুরি প্রসঙ্গ তুলে ধরেন ও দোষীদের শাস্তি দাবী করেন।

সাংবাদিক সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : কান্দী হালি-ফক্স হলে মুর্শিদাবাদ জেলা সাং-বাদিক সংঘের ২৮তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০ মারচ। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী যথা-ক্রমে সমর সেন, সমরেশ বসু, হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং সংঘের সদস্য নৃপেন্দ্রনারায়ণ কুণ্ডুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সম্মেলনের শুরুতে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রকাশ্য অধিবেশনে ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের ওপর বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক তথা সংঘের সদস্যা মহাশ্বেতা দেবী, সংসদ সদস্য অতীশচন্দ্র সিংহ, প্রবীণ সাংবাদিক অতীন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। বিভিন্ন বেসরকারী উদ্যোগের সাহায্য নিয়ে বহরমপুরে সংঘের ভবন তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে বলে সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে জানানো হয় সম্মেলনে দীপঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে সভাপতি এবং প্রাণরঞ্জন চৌধুরীকে সম্পাদক মনোনীত করে ১৪ সদস্যের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া চিত্রশ্রী ষ্টুডিওর সামনে খালি জায়গা বিক্রি আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন।
গৌরীশঙ্কর বড়াল (তরু বড়াল)
তপন মার্কেট, রঘুনাথগঞ্জ (ফুলতলা)

রঘুনাথগঞ্জ সদর রাস্তার উপর পৌরসভার নিকট ভদ্র পরিবেশে একটী দ্বিতল বাড়ী বিক্রয় করা হইবে।

পঙ্কজকুমারী চ্যাটার্জ্জী
C/o সাধন সাধু, রঘুনাথগঞ্জ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।